মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর দিনব্যাপী রুকন শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে দিনব্যাপী রুকন (সদস্য) শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩ মে) সকাল সাড়ে ১০টায় পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মো. আব্দুল হালিম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অঞ্চল টিম সদস্য ও কুষ্টিয়ার সাবেক জেলা আমির অধ্যক্ষ খন্দকার এ কে এম আলী মহসিন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আমির অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন এমপি এবং লেখক, গবেষক ও প্যারেন্টিং কনসালট্যান্ট ড. আহসান হাবিব ইমরোজ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মেহেরপুর জেলা আমির এমপি তাজউদ্দিন খান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন জেলা সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন।

জামায়াতে ইসলামীর জেলা নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, শিক্ষাশিবিরে সংগঠনের রুকনদের আদর্শিক, সাংগঠনিক ও নৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

দর্শনায় রুকন শিক্ষা শিবিরে

আব্দুল হালিম

দর্শনায় দিনব্যাপী রুকন শিক্ষা শিবিরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম বলেছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত কল্যাণমুখী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। তিনি গতকাল রুকন সন্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আব্দুল হালিম আরও বলেন, তিনটি বিষয় নিয়ে আগামীতে এগুতে চায় জামায়াত। ফ্যাসিস্টদের বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন। পলাতক শেখ হাসিনাসহ ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের বিচার করতে হবে সবার আগে। এরপর সকল সেক্টরে সংস্কার করে একটি গ্রহনযোগ্য নির্বাচন দিতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আগামীতে ক্ষমতায় এসে দূর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত একটি কল্যানমুখী বাংলাদেশ গড়তে চায়। ইতিপুর্বে আমরা কী দেখেছি ? পুলিশ শুধু মামলা দেয়। আমরা বিগত ১৬ বছরে দেখলাম,পুলিশ বাসা থেকে ধরে নিয়ে এনে চোখ তুলে নেয়,হাত-পা কেটে ফেলে,গুম করে,আয়না ঘরে পাঠিয়ে নির্যাতন করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আয়োজনে আজ শনিবার দর্শনা অডিটোরিয়ামে সকাল ৮টায় দিনব্যাপী রুকনদের শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। শুরুতেই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থাপক মাওলানা আজিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর- কুষ্টিয়া অঞ্চল পরিচালক মোবারক হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন- ৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ৫২ ও ৭১ শহীদের তালিকা লিপিবদ্ধ হয় নাই, ২৪ এর জুলাই বিপ্লবের তালিকা করা হয়েছে। ৯৭৩/৯৭৫ জনের তালিকা ১০ খন্ড লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ২০ হাজার জন পঙ্গুর পাশে দাঁড়িয়েছে জামায়াত, বিগত দিনে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে নমুনা সৃষ্টি করেছে সংগঠন। আগামীতে আমরা মানবিক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই। এছাড়াও তিনি আনুগত্য,পরামর্শ ও মুহসাবা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় বলেন যে ব্যক্তি আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। যদি কোন হাবশী ব্যক্তিও নেতা নির্বাচিত হয় তাহলে তার আনুগত্য করতে হবে। যার ঈমান যত শক্তিশালী তার আনুগত্য তত

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম।

বিষয়ভিত্তিক দারসুল হাদিস পেশ করেন অঞ্চল টিম সদস্য সাবেক মাগুরা জেলা আমীর অধ্যাপক আলমগীর বিশ্বাস। চুয়াডাঙ্গা জেলা আমীর রুহুল আমিন তার বক্তব্যে যে অতীত প্রেরণা দেয় এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্বিবিদ্যালয়ের শহীদ সাব্বির ও শহীদ আজগরসহ শহীদদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রুকনদের তাদের মত ত্যাগের মহিমা প্রদর্শনের আহবান জানান।